৪১। **প্রশ্ন ঃ** তন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করার নিয়মগুলি আলোচনা কর।

উত্তর ঃ নীচে কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্যের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবার নিয়মগুলি আলোচনা করা হল ঃ—

১) কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবার নিয়ম ঃ—

ক) বড়খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত ঃ বড়খেয়াল বা বিলম্বিত লয়ের খেয়াল গানের বেলায় সঙ্গতের ক্ষেত্রটি থাকে খুবই সীমিত। এই গানের সঙ্গে সঙ্গতে ঠেকা, ছোট মুখড়া ছাড়া অন্য কিছু বাজাবার বিশেষ সুযোগ থাকে না। গানের যেখানে সম্ তার দুই বা একমাত্রা আগে থেকে একটি ছোট মুখড়া বাজিয়ে, সম্ থেকে ঠেকা আরম্ভ করতে হয়। বিলম্বিত খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গতের সময় শিল্পী যখন রাগ-বিস্তার করেন তখন মূল ঠেকাটি বাজিয়ে শিল্পীকে সাহায্য করাই তবলিয়ার প্রধান কর্তব্য। তবে, শিল্পী যখন বন্দিশের মুখড়া ধরে সমে আসেন তখন সঙ্গতকার যদি ছোট ছোট মুখড়া, টুকড়া এবং ছোট তিহাই বাজিয়ে সমে এসে মিলিত হন তখন শ্রোতারা বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করেন। এমনকি গায়ক ও বাদকের মধ্যেও এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। একতাল, তিলোয়াড়া, ঝুমরা, আড়াচৌতাল ইত্যাদি তালে বিলম্বিত খেয়ালের বন্দিশ প্রচলিত আছে। এই ধরণের গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার সময় শিল্পীর পক্ষে ধীর ও স্থির হওয়া এবং সঠিক লয়জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

খ) ছোটখেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত ঃ ছোট খেয়াল মধ্য লয়ে পরিবেশন করা হয়। সঙ্গতের সময় একটি টুকড়া বা মুখড়া বাজিয়ে সম্ থেকে ঠেকা আরম্ভ করা হয়। বিলম্বিত খেয়াল থেকে এই ছোটখেয়ালে সঙ্গতকারের বাজাবার সুযোগ কিছুটা বেশী থাকে এবং গানের ছন্দ অনুযায়ী সঙ্গতকারও বিভিন্ন ধরণের মোলায়েম বোলের প্রয়োগ করে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। গায়ক তান করা আরম্ভ করলে সেখানে শুধুমাত্র ঠেকা বাজানোই উচিত। তানের চলন লক্ষ্য করয়া ঠিক তানের পরই অনুরূপ চলন বা লয়কারীর কোন বোল প্রয়োগ করা এবং বোল-তানের সঙ্গে অনুরূপ ছন্দের বোল বাজানো উচিত। গান শেষ হবার আগে তিহাই দিয়ে সঙ্গতের কাজ শেষ করতে হয়।

ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, রূপক ইত্যাদি তালে ছোট খেয়ালের বন্দিশ প্রচলিত আছে।

গ) তারানার সঙ্গে সঙ্গত ঃ দ্রুত লয়ে তারাণা পরিবেশন করা হয়ে থাকে। তারাণার বোলের সাহায্যে যে সব ছন্দ গাওয়া হয় তবলায় অনুরূপ বাজালে বিশেষ শ্রুতিমধুর হয়। এছাড়া তারানায় পাখোয়াজের বোল গাওয়ার সময় তবলায় সাথ সঙ্গত করলে তারাণা অতীব মনোমুগ্ধকর হয়। দ্রুত ত্রিতাল এবং দ্রুত একতালে তারাণার বন্দিশ প্রচলিত আছে।

ঘ) ঠুংরীর সঙ্গে সঙ্গত ঃ ঠুংরী গানের সময় শিল্পী যখন বিস্তার করবেন তবলাবাদককে তখন শুধুমাত্র মূল ঠেকাটি বাজানো উচিত। তবে এই ঠুংরীটি যখন একসময় শেষদিকে স্থায়ীতে ফিরে আসে তখন সঙ্গতকার বিভিন্ন প্রকারের লগ্‌গী ও লড়ী ইত্যাদি প্রয়োগ করে শ্রোতাদের আনন্দ বৃদ্ধি করতে পারেন। ঠুংরীর বন্দিশ সাধারণতঃ দীপচন্দী, যৎ, আদ্ধা, দাদরা, কাহারবা ইত্যাদি তালে হয়ে থাকে।

ঙ) ধ্রুপদ এবং ধামার গানের সঙ্গে সঙ্গত ঃ ধ্রুপদ ও ধামার গানের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ছন্দ ও লয়কারীর কাজ বেশী হয়ে থাকে। ঠায়, দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়ি, কু-আড়ি ও বি-আড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন লয়ে এই গানগুলির সঙ্গে সঙ্গত করতে হয়। ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গতে পাখোয়াজ সঙ্গতই উপযোগী তবে আজকাল সময় বিশেষে তবলাতেও সঙ্গত করা হয়ে থাকে। ধ্রুপদ গানের সঙ্গে চৌতাল, সূলতাল, তেওরা ইত্যাদি তাল এবং ধামার গানের সঙ্গে ধামার তাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২) তন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গত ঃ কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে নিয়মে সঙ্গত করা হয়, তন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে সেই নিয়মে সঙ্গত করা হয় না। সেতার, সরোদ, বেহালা বাদকেরা প্রথমেই আলাপ, জোর, ঝালা, বাজান এবং এই সময় তবলা বাজানো হয় না। আলাপের পর যখন সরোদ বা সেতারে মসীতখানী গত্ বা বিলম্বিত লয়ের গত্ বাজাতে শুরু করেন তখন তবলা বাদক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বড় ও জোরদার উঠান বাজিয়ে তাঁর সঙ্গত শুরু করেন। এরূপ বাজনায় সঙ্গীতের আসর যেন জীবন্ত হয়ে উঠে। তারপর যন্ত্রী এক একটি কাজ শেষ করে যতক্ষণ না সমে আসেননা ততক্ষণ তবলিয়া মূল ঠেকাটি বাজিয়ে থাকেন। যন্ত্রী সমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তবলিয়া বিভিন্ন প্রকার ছন্দের কায়দা, চক্রদার, টুকড়া, গৎ, রেলা ইত্যাদি বাজিয়ে আসর কে একদম জমজমাট করে তোলেন। এইভাবে বাজানোর সুযোগ শুধুমাত্র যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে সঙ্গত করবার সময়ই পাওয়া যায়, অন্য ক্ষেত্রে তেমন একটা পাওয়া যায় না। মসীতখানী গৎ

এর বন্দিশ সাধারণতঃ বিলম্বিত ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, রূপক ইত্যাদি তালে রচিত হয়।

রজাখানি গত্ এর সঙ্গে সঙ্গত, অনেকটা ছোটখেয়াল ও তারানার মত সঙ্গত করতে হয়। যন্ত্রবাদক তাঁর বাজনার একটি কাজ শেষ করে সমে ফিরে আসা মাত্রই তবলা-বাদকও তাঁর নিজের বাজনার অংশ শুরু করে থাকেন। এই সময়ে বেশীরভাগ জবাবী সঙ্গত করা হয়। এই গত্ বাজাবার সময় যন্ত্রী যে সকল ছোট ছোট ছন্দের কাজ করে থাকেন তবলিয়াও ঠিক সেই রকম ছোট ছোট ছন্দের কাজ তবলাতে দেখান। অর্থাৎ এই সময় বাজনা কিছুটা সাথসঙ্গত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে তবলা বাদকের বিশেষ ছন্দজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। লয়কারীতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন না করলে এবং হাত যদি সঠিকভাবে তৈরী না থাকে, তবে তন্ত্রবাদ্যের সহিত সঙ্গত করাটা সুন্দর এবং উপভোগ্য হয় না। রজাখানী-গৎ এর বন্দিশ সাধারণতঃ ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, রূপক এবং দ্রুত একতালে রচিত হয়। তন্ত্রবাদ্যের একটি বিশেষ উপভোগ্য অংশ হল ঝালা। এই অংশে শিল্পী এবং সঙ্গতকারের কঠোর অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩) নৃত্যের সহিত সঙ্গত ঃ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের মত নৃত্যের সহিত সঙ্গতের পৃথক পদ্ধতি বা নিয়ম আছে। লয়কারীর উপর নৃত্যের চমৎকারিত্ব নির্ভর করে এই জন্য তবলা বাদককে লয়কারীতে বিশেষভাবে দক্ষ হতে হয়। গান বাজনার মতই নৃত্যেরও নানা শৈলী আছে এবং এই শৈলী অনুসারে সঙ্গত করতে হয়। মণিপুরী নৃত্যের সহিত খোল, লোকনৃত্যের সহিত মাদল এবং ঢোলক এবং কত্থক নৃত্যের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করা হয়ে থাকে। কত্থক নৃত্যের সহিত সঙ্গতের সময় তবলাবাদককে শ্রুতিধর হতে হবে। অর্থাৎ, নৃত্যশিল্পী একবার বোলটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বোলটি নৃত্যের সাথে অবিকলভাবে বাজাবার চেষ্টা করতে হবে। ইহার জন্য তবলা বাদককে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রা বা অঙ্গভঙ্গীর সহিত তবলার কোন্ বোল বা বাণী প্রয়োগ করতে হবে তা অবশ্যই জানতে হবে।

কত্থক নৃত্যের আসরে সঙ্গতের সময় প্রথমে ,তবলাবাদকের নিজের পছন্দমত কিছু বোল বাজাবার নিয়ম আছে। নৃত্যের আরম্ভেই একটি বিশেষ চমৎকার উঠান বাজিয়ে মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ নৃত্য শুরু হয়। তারপর তৎকার এর বিস্তারের সহিত ক্রমে ক্রমে ঠেকার বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োগ, বিভিন্ন প্রকার লয়কারীব গ ৎ, পরণ, চক্রদার ইত্যাদির উপযোগী বোল, সেলামী প্রভৃতি

প্রয়োগ করতে হয়। নৃত্যশিল্পী তাঁর নৃত্য পরিকল্পনার নিয়ম অনযায়ী একের পর এক বিষয় বা অংশ পরিবেশন করেন, তখন তবলায় অনুরূপ বোল্ বাজানো হয়। কখনও কখনও নৃত্যশিল্পী হাতে তালি-খালি দেখিয়ে কোন বোল্ বলে থাকেন তখন তবলায় শুধুমাত্র মূল ঠেকা বাজানো হয়। বোল বলা শেষ হবার পর নৃত্যশিল্পীর সাথে তবলা-বাদকও একই সঙ্গে ঐ বোলটির রূপায়ন শুরু করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ছন্দ জবাবী সঙ্গতের কিছুটা অংশ পরিবেশিত হয়। কত্থক নৃত্যে সাধারণতঃ ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, পঞ্চম সোয়ারী, আড়াচৌতাল, ধামার ইত্যাদি তাল ব্যবহার হয়। আধুনিক চটুল নৃত্যের আসরে সাধারণতঃ দাদরা ও কাহারবা তালে সঙ্গত করা হয়।